

## রোগ পরিচিতি

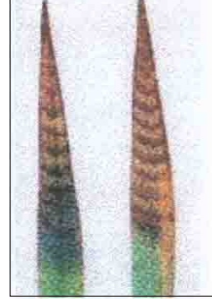
পাতার ফোঁসকা দাগ ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এটি মাইক্রোডকিয়াম অরাইজি নামক এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে হয়। বাংলাদেশের ধানের প্রধান রোগগুলির এটি একটি। রোগটি আমন ও বোরো মৌসুমে বেশি হয় এবং চারা অবস্থা থেকে ধানের ফুল আসা পর্যন্ত যে কোন সময় দেখা যায়। তবে ধানের খোড় অবস্থায় রোগটি বেশি দেখা যায়। রোগকাতর জাতে রোগটি হলে ধানের ফলন শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত কমে যায়।

## রোগটি চিনার উপায়

রোগ দমনের সঠিক কার্যক্রম নেয়ার জন্য রোগটি সঠিকভাবে চেনা প্রয়োজন। রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে রোগের ভুল চিকিৎসা করার আশংকাই বেশি থাকে এবং এতে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় ছাড়া কোন লাভ হয় না। তাই আপনার জমিতে কী রোগ হল তা জানা খুবই প্রয়োজন। আর রোগ চিনতে হলে রোগের লক্ষণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

## রোগের লক্ষণ

রোগটি ধান গাছে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। তবে সচরাচর পাতায় যে লক্ষণটি বেশি দেখা যায় তা হল পাতার আগা থেকে দাগ আরম্ভ হয়ে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। প্রথমত পাতায় ভেজা ভেজা জলপাই রঙের দাগ হয় যা আস্তে আস্তে গাঢ় বাদামি ও হালকা বাদামি দাগে পরিণত হয় এবং পাশাপাশি সন্নিবেশিত হয়ে ঢেউ এর মত দাগের সমাহার ঘটায় (চিত্র-১)। তবে অনেক সময় গাঢ় বাদামি আড়াআড়ি রেখা না হয়ে শুধুই বাদামি রঙ হয়ে দাগ বাড়তে থাকে এবং আক্রান্ত অংশ ধীরে ধীরে শুকনা খড়ের রঙ ধারণ করে (চিত্র-২)। অনেক সময় পাতার কিনারা থেকে দাগ সৃষ্টি হয়, যা পাতায় আড়াআড়ি বাড়তে থাকে এবং আক্রান্ত অংশের উপরের ও নিচের অংশ সবুজ থাকে (চিত্র-৩)।



চিত্র-১ঃ ফোঁসকা দাগ রোগের লক্ষণ



চিত্র-২ঃ ফোঁসকা দাগ রোগের লক্ষণ



চিত্র-৩ঃ ফোঁসকা দাগ রোগের লক্ষণ

## রোগের অনুকূল অবস্থা

- ▶ আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় (২০° সেঃ)
- ▶ বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে
- ▶ আক্রান্ত বীজ ব্যবহার করলে
- ▶ জমিতে বা আশেপাশে পোষক আগাছা থাকলে

## দমন ব্যবস্থাপনা

- ▶ আক্রান্ত খড়কুটা জমিতে পুড়িয়ে ফেলা
- ▶ রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা
- ▶ ছত্রাক নাশকের ব্যবহার : বিঘাপ্রতি ৩০০ গ্রাম থিওভিট, সালফোলাক, মাইক্রোথিওল বা কুমুলাস খোড় অবস্থায় প্রয়োগ করা।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brii.gov.bd

অধিবেশন ৩: মডিউল ১০

ফ্যান্ট শীট ৮